গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিচালকের কার্যালয়
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: জনাব আবু আহমদ ছিদ্দীকী এনডিসি, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা।
সভার তারিখ	: ১৪.০৬.২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: সভাকক্ষ, নতুন ভবন, ৪র্থ তলা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট- ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল অংশীজন ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ২টি সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। অংশীজন (stakeholder) বলতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভ্যন্তরীণ/দাপ্তরিক/নাগরিক সেবা গ্রহণকারী যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি), সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কিংবা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝায়। অংশীজনের অংশগ্রহণে আজকের এ সভা চলতি অর্থবছরের ২য় সভা। এ সভায় সিটিজেনস্ চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন ও হাসপাতালে প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে আপনাদের মতামত/সুপারিশ গ্রহণ করে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নীত করার চেষ্টা করা হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সকলকে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানান।

১। সভায় উপস্থিত সিএমএসডি'র প্রতিনিধি বলেন যে, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পক্ষ হতে CMSD বরাবর সময় সময় যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন সামগ্রী চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী প্রদান করা হলেও এবিষয়ে সুস্পষ্ট আদেশ থাকা প্রয়োজন। এজন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করার সময় সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের জন্যও ক্রয় করা হলে তা প্রদান সহজতর হয়। তিনি বলেন যে, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অধীন হলেও এটি সরকারি কর্মচারীসহ সাধারণ নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ কমাতে সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অধীন Cost Centre হিসেবে বিবেচিত না হলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে দেয়া হয়ে থাকে, তবে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকেও অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের মত Cost Centre হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি Cost Centre করা হলে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে দেয়া আরো সহজ হবে। এছাড়া তিনি আরও জানান যে, সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে হাসপাতাল থেকে অবহিত করলে তা সিএমএসডি'র মাধ্যমে মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হবে।

উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ দিদারুল ইসলাম বলেন যে, কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য করোনাকালে সিএমএসডি হতে কীট সরবরাহ করা হতো। বর্তমানে কীট সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ভবিষ্যতে কিট পাওয়া গেলে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে পূর্বের ন্যায় সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান।

পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল জানান যে, CMSD বিভিন্ন সময়ে এ হাসপাতালের চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। এমনকি অক্সিজেন প্ল্যান্টের মত ভারী যন্ত্রপাতি ও CMSD ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সরবরাহ করেছে। তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং CMSD কর্তৃপক্ষকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি Cost Centre হিসেবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্দ্যেগ গ্রহণ করা হবে।

২। রোগীদের পক্ষ হতে বক্তব্য আহবান করা হলে অতিরিক্ত সচিব, এমডি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ ধরণের সভা সেমিনার আয়োজনের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, আমার মেয়ে বিগত তিন দিন যাবৎ এ হাসপাতালে ভর্তি আছে। সময়মত ডাক্তারদের পরামর্শ ও ঔষধ পাচ্ছেন। তিনি সেবার মানে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শিশু বিভাগে ভর্তি রোগীর প্রতিনিধি জানান, তিনি OPD এর মাধ্যমে ভর্তি হয়েছেন। অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় এ হাসপাতালের চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের ব্যবহার ভালো। আশা করছি কনস্ট্রাকশন কাজ শেষ হলে আরও উন্নত সেবা পাওয়া যাবে।

সার্জারী ওয়ার্ডের বিছানা নম্বর-১৭ এর রোগীর ছেলে জনাব মোঃ তমিজ উদ্দিন বলেন, তার বাবা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলো, পরবর্তীতে এ হাসপাতালে এসে রোগ নির্ণয় হয়েছে এবং চিকিৎসাশেষে ভালো অনুভব করছেন।

৩। কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের রিসার্স অফিসার বলেন, হাসপাতালের দুটি লিফটই প্রায় সময় হ্যাং করে এবং শব্দ হয়। তাছাড়া কল ছাড়াও প্রতি তলায় থামে। লিফটগুলো জরুরিভাবে মেরামত করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে হাসপাতালের উপপরিচালক জানান, লিফট দুটি মেরামতের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ কাজের আওতায় আগামী আগষ্টের মধ্যে নতুন লিফট সংযোজন করা হবে।

৪। ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. মুহিব্বুর রহমান বলেন, ক্যান্টিনে সকল খাবারের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তিনি মনিটরিং করে খাবারের মূল্য কমানোর জন্য অনুরোধ জানান। ইএনটি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম হাসপাতাল স্টাফদের জন্য কম মূল্যে খাবার সরবরাহ, মেশিনের চায়ের পরিবর্তে হাতে তৈরি চা পরিবেশনের সুযোগ রাখার অনুরোধ করেন। ক্যান্টিন ম্যানেজার ক্যান্টিন স্টাফদের চিকিৎসা সুবিধা দেয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ক্যান্টিন ম্যানেজারকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশনের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ক্যান্টিনে খাবারের মান ও দাম নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। যতটুক সম্ভব দাম কমানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং খাবার প্রস্তুত, বিতরণে বারডেমের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার ক্যান্টিন ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্যান্টিন ম্যানেজার বলেন, ক্যান্টিনের কিচেন হুডটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বেশিন লাইন ব্লক হয়ে গিয়েছে, হাসপাতালের পক্ষ থেকে মেরামত করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ক্যান্টিনে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। ভালো খাবারের দাম একটু বেশি হবে, তবে সহনীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা হবে।

৫। সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে মেডিকেল যন্ত্রপাতি, রি-এজেন্ট, ক্যামিকেল ইত্যাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তামাম এন্টারপ্রাইজের সত্ত্বাধিকারী বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠান এ হাসপাতালে মেডিকেল যন্ত্রপাতি, রি-এজেন্ট, ক্যামিকেল ইত্যাদি পণ্য সরবরাহ করে আসছে। সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ল্যাবের বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের। এ হাসপাতালে বিল পাওয়ার জন্য কোনো বেগ পেতে হয় না, কোনো যোগাযোগ করা লাগে না। রি-এজেন্ট এর মূল্য বৃদ্ধি পেলেও পূর্বের দরে/চুক্তির দরে সরবরাহ করে আসছেন। তিনি জানান, উক্ত প্রতিষ্ঠান বার্ণ ইউনিট, কুমিটোলা হাসপাতালে বিভিন্ন মেডিকেল পণ্য সরবরাহ করে আসছেন। ভবিষ্যতে হাসপাতালের যে কোনো প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

৬। রেডিওলজি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. মরিয়ম সুলতানা বলেন, কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য আলট্রাসনোগ্রাম একদম বন্ধ করা যাবে না, এজন্য ১০ নং কেবিনে এ সেবা স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে একটি এক্স-রে মেশিন চালু রাখতে হবে।

৭। ডা. আরিফুজ্জামান বলেন যে, মেডিকেল অফিসারদের কম্পিউটার নষ্ট। দ্রুত মেরামতের অনুরোধ করেন। ডেন্টাল সার্জন, ডা. সামছুন নাহার বলেন যে, উপর থেকে পানি পড়ার কারণে অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য ঠিকাদার, গণপূর্ত বিভাগের সাথে আলোচনায় বসার প্রয়োজন। সার্জারী বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) বলেন যে, উক্ত বিভাগের একটি সিলিং ফ্যান দরকার। কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিয়া) বলেন যে, আইসিইউ রোগীদের সার্বক্ষণিক প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুক্রবারে রোগীদের রিপোর্ট সরবরাহ না করায় রোগীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি/অবনতি বুঝা যায় না। তাই তিনি শুক্রবারে প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট ডেলিভারির অনুরোধ করেন। পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্যাথলজি বিভাগ হতে শুক্রবারে রিপোর্ট ডেলিভারির ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮। নার্সিং সুপারভাইজর, সেলিনা বানু বলেন, ওয়ার্ডে রোগীদের খাবার পানি পাওয়া যাচ্ছে না। বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া ভিজিটর নিয়ন্ত্রনের জন্য আনসার সদস্যদের তৎপর হওয়ার আহবান জানান। এ প্রেক্ষিতে উপপরিচালক জনাব মোঃ দিদারুল ইসলাম জানান, প্রকল্পের কাজের জন্য পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কাজ করছে।

৯। সভাপতি সভায় উপস্থিত সেবাগ্রহিতা, উপকারভোগীসহ সকলকে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি শুদ্ধাচার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নেতৃত্বে সেবাগ্রহিতাদের মতামত/পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং জোড়দারকরণের আহবান জানান। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অনলাইন ও অফলাইনে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, অংশীজনদের সভায় আলোচনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল আধুনিক ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পরিশেষে তিনি সকল কর্মকর্তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সেবা গ্রহীতাদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও গুরুত্ব দিয়ে সেবা প্রদানের আহবান জানান।

১০। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/৮/২০২৩

আবু আহমদ ছিদ্দীকী এনডিসি
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা।